36 দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 2 ...

28

সাপ্লিমেন্টারী ডিগ্রী পরীক্ষা

কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এ ফলাফল নিয়ে নতুন করে আলোচনার অবকাশ কম। কারণ, এবারও অনেক কলেজেই উত্তীর্ণ তালিকা শূন্য ছিল। তাই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে যারা পাস করেছে তাদের নিয়ে। তবে এই পাস করাদের নিয়েও সমস্যা আছে। কারণ, এই পাস করাদের মধ্যেও অনেকে আছে 'প্রায় প্রাস' অর্থাৎ যারা একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে রেফার্ড হয়েছে এবং সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা দেবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইতিমধ্যে সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে এই রেফার্ডদের পরীক্ষা নিয়ে।

এমনিতেই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দিন এগিয়ে আসতে থাকলে পরীক্ষার্থীদের এক ধরনের কাঁপুনি শুরু হয়। এই কাঁপুনির তারতম্য আছে। পরীক্ষা যারা পাস করে তারা আরো ভাল ফলের কথা বলে। যারা ফেল করে তারা ভাবে অন্তত রেফার্ড পেলেই হত। আর যারা রেফার্ড পায় তারা ভাবে সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার তারিখ এবং পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে। সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার তারিখ সাধারণ নিয়মে তাড়াতাড়ি ঘোষণা করা হয় এবং এবার ঘোষণাটি যথাসময়ে হওয়ায় পরীক্ষার তারিখের চিন্তা-ভাবনা থেকে রেফার্ড ছাত্ররা রেহাই পেয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে পরীক্ষার কেন্দ্র নিয়ে।

পাকিস্তান আমলে সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হয় একটি বিষয়ে অকৃতকার্যদের জন্য। এরও আবার নানা ব্যতিক্রম আছে। এক সময় এই রেফার্ডদের এক বছর পর এক বিষয়ে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়া হয়েছে। তিন মাস পরে নয়। অনেক দেনদরবারের পর সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা মূল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তিন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এবার প্রশ্ন দেখা দেয় পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে। এই পরীক্ষা কোথায় হবে। পুরনো কেন্দ্রে। না, সকলকেই ঢাকায় এসে একটি কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হবে। দীর্ঘদিন পূর্বে এই সাপ্লিমেন্টারী একমাত্র ঢাকায়ই অনুষ্ঠিত হত। পরবর্তীকালে সে বিধানেরও পরিবর্তন হয়েছে। ডিগ্রী সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষা ঢাকার বাইরে কয়েকটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হলেও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীকে ঢাকায় এসে পরীক্ষা দিতে হয়েছে। এ ব্যাপারেই একটি আবেদন জানান হয়েছে পত্রিকান্তরে।

আবেদনে বলা হয়েছে, আজকের পরিস্থিতিতে মফস্বলের পরীক্ষার্থীদের রাজধানী ঢাকায় এসে পরীক্ষা দেয়া ব্যয়বহুল এবং অনেক পরীক্ষার্থীদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাদের প্রার্থনা, অন্তত প্রতিটি জেলা সদরে তাদের জন্য সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার কেন্দ্র খোলা হোক।

আবেদনটি নানা দিক থেকে বিবেচনাযোগ্য বলে আমরা মনে করি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঝামেলার শহর রাজধানী ঢাকার বাইরে পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করতে পারলে অনেক সমস্যারই সুরাহা হত।